# বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার, জনপ্রিয়করণ ও প্রচার: ভবিষ্যতের পথ

**জনরঞ্জন গোস্বামী**

*জনরঞ্জন গোস্বামীর লেখালেখি নানা বিষয়ে হলেও বেশির ভাগই জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও জীবনী নিয়ে। গত নয় বছরে ১৩০টির বেশি নিবন্ধ পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই (একটি গ্রন্থ যৌথভাবে রচিত)।*

## সংক্ষিপ্তসার

নিবন্ধের বিষয়টি পাঁচটি উপবিষয়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে:

(১) বাংলার বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কৃতি বিজ্ঞানী গবেষকদের সাহায্যে বছরে দুচারবার জনপ্রিয় বিজ্ঞান নিয়ে বক্তৃতা, সেমিনার, ছাত্রদের মুখোমুখি হয়ে আলোচনা, গবেষনাগারগুলোয় ছাত্র সাধারণের জন্য guided educational tour ইত্যাদির আয়োজন করতে পারে। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রমন, সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ, রাধানাথ কোথায় বসে কি যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করতেন সে কৌতুহল নিবৃত্তির সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহও জন্মাবে। এইসব প্রতিষ্ঠান ১-২ সপ্তাহের নানা বিজ্ঞান কোর্স ও চালু করতে পারে।

(২) বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের উচ্চমানের গ্রন্থ প্রকাশ,বিদেশী জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ, দেশী-বিদেশী ইংরেজি বিজ্ঞান পত্রিকার মতো ভালো কাগজে রঙ্গিন ছবিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপনায় নিষ্ঠাবান লেখকদের দিয়ে লিখিয়ে বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করতে পারলে বিজ্ঞান প্রসারে সহায়ক হবে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া, যেমন টেলিভিশন, রেডিও, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বাড়ছে। বিদেশী চ্যানেল ছাড়াও বিজ্ঞান প্রসার (VP) ১৭ টি চ্যানেলে আজ পর্যন্ত ২০০০ এর ওপর বিজ্ঞান এপিসোড প্রচার করেছে। ISRO এর টিভি চ্যানেলও কিছুদিনের মধ্যেই চালু হবে।

(৩) ব্লগ, পোডকাষ্ট, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞানী-গবেষক-লেখক-প্রচারকরা বিজ্ঞান প্রচার, প্রসার, জনপ্রিয়করনের জন্য যা করছেন তাতে ছাত্র ও সাধারণ মানুষ যথেষ্ট আকর্ষণ বোধ করছেন। NASA দশটি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রসার করে। মহাকাশে পরিভ্রমণরত মহাকাশচারীদের সঙ্গে এসব মাধ্যমে ছাত্ররা যোগাযোগ করছে। বিজ্ঞানী গবেষকেরাও তাদের গবেষণার বিষয়টি আগ্রহীদের জানাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমটি ক্রমশ: শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

(৪) বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে ভবিষ্যতে উপরের আলোচিত রাস্তাগুলোই ব্যবহার করতে হবে। বাংলাভাষা ববহার এবং এখানকার বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে উপরোক্ত মাধ্যমগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। সরকারি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি এখানকার বিজ্ঞান সংস্থা যেমন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও গ্রাম শহরের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সরকারি শক্তি উৎসাহ সহযোগিতা দিতে হবে যাতে তারা নিবন্ধে আলোচিত রাস্তাগুলো নিতে পারে।

(৫) বিজ্ঞানের প্রচারে মানুষ বিজ্ঞান প্রযুক্তির সারবস্তু জানবে, ছাত্রদের মধ্যে উচ্চমানের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরী হবার সম্ভাবনা বাড়বে। কুসংস্কার মুক্ত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরি হতে পারে - মানুষ জীবন যাপনে প্রকৃতি, জগতের বৈচিত্র্য, বিরাটত্বকে উপলব্ধি করবে। আর এসবেই সমাজে আসবে বস্তুগত উন্নতি আর সুন্দর সংস্কৃতি।